Translate *any one* of the following passages into English. 40

(a) কলকাতায় এসে বন্ধুদের সঙ্গে রেস্তোরাতে বিরিয়ানী খাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন দিল্লীর যুবক আরমান আলি। কিন্তু, রেস্তোরা যাওয়ার আগে মনে মনে প্রশ্ন উঁকি মারল, রেস্তোরাতে হুইল চেয়ার ঢোকার র‍্যাম্প আছে তো? আশঙ্কাই ঠিক প্রমাণিত হল। শহরের বহু নামী রেস্তোরাতে র‍্যাম্প নেই। আরমানের মত প্রতিবন্ধী যুবক বিভাস দাস শোনালেন পদে পদে ঠোক্কর খাওয়ার গল্প। পোলিওতে দুটি পা আক্রান্ত তার। সমাজের সচেতনতার অভাব কিন্তু এই যুবকদের দমিয়ে দেয়নি। শত বাধা অতিক্রম করে জীবনযুদ্ধে জিতেছেন ওঁরা। সেই জীবনযুদ্ধে নানা বাধা অতিক্রম করবার গল্প শোনালেন তাঁরা, আমেরিকান সেন্টারে। বিভাস জানালেন তিনি ক্রাচ নিয়ে সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়ান, প্যারা-অলিম্পিকে হুইল চেয়ার ফেনসিং-এ রূপো জিতেছেন। তিনি বলেন 'ক্রাচটা আমার কোন দুর্বলতা নয়, বরং শক্তি।' সমাজের কাছ থেকে তারা জানান, তারা কোনো দয়া চায় না, চায় আরেকটু সচেতনতা।

(b) কলেজ স্কোয়ার শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটে দেব লাইব্রেরীর ঘর জুড়ে সার সার বই। নানা লেখকের মধ্যে আলাদা করে জায়গা রয়েছে তাঁর। সেদিক থেকেই কয়েকটি বর্ণপরিচয় হাতে তুলে নিয়ে লাইব্রেরীর ইনচার্জ বলেন, "হঠাৎই যেন সকলে বিদ্যাসাগর নিয়ে মেতে উঠেছেন। আমাদের দোকানেই কয়েকদিনে অনেকেই বর্ণপরিচয় নিতে এসেছেন। এসব মূর্তি ভাঙার জন্য হচ্ছে কিনা জানি না। তবে বিদ্যাসাগর কোথাও যেন নতুন করে জেগে উঠেছেন।" বইপাড়ার খবর, এখন বহু প্রকাশনী সংস্থা বর্ণপরিচয় বই বিক্রি করলেও আগের বর্ণপরিচয়ের স্বত্ব ছিল শুধু দেব সাহিত্য কুটিরের হাতে। তাদেরই একজন দেব লাইব্রেরীতে বসে সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত সত্তোরোর্ধ বলছিলেন, "সেদিন মিছিলটা কলেজ স্ট্রীট দিয়ে যাওয়ার আগেই আমি বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। টিভি খুলে দেখি এই কাণ্ড। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হয়েছে দেখে প্রথমে খারাপ লাগলেও পরে মনে হয়েছে, এতে ওঁকে নিয়ে চর্চা বাড়ল, নইলে কাচের বাক্সে বন্দি লোকটাকে সকলে কতটা চিনতেন।"